গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ রইছউল আলম মন্ডল, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ ও সময়	:	২৬ নভেম্বর ২০১৯ ও বেলা ১১.০০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক' তে সংযুক্ত আছে।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করেন এবং বলেন এসব প্রতিশ্রুতির সাথে ইতঃপূর্বে সমাপ্ত সরকারের মেয়াদে এবং বর্তমান মেয়াদেও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় এগুলি বাস্তবায়নে দ্রুততম সময়ে কার্যক্রম সম্পাদন করা বাঞ্ছনীয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) জনাব মোঃ গোলাম মোস্তফা প্রথমে বিগত ৩০ অক্টোবর ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হয়।

৩। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

প্রতিশ্রুতিঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১	সিরাজগঞ্জে সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা।	বাস্তবায়িত	প্রতিশ্রুতিসমূহ বাস্তবায়িত হওয়ায় সভায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (প্রাস-৪)/ যুগ্মপ্রধান/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন।			
৩	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।			
৪	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগির হ্যাচারি স্থাপন।			
৫	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ।			
৬	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান।			

নির্দেশনাসমূহঃ

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত/ মন্তব্য	বাস্তবায়নে
১.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪ এর অভীষ্টের ০৬টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে এ মন্ত্রণালয় সরাসরি সংশ্লিষ্ট। অভীষ্ট ১৪ এর আওতায় টেকসই মৎস্য আহরণের নিমিত্ত বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের মজুদ নির্ণয়ের জন্য গবেষণা ও জরিপ কাজ চলমান আছে। বর্তমানে বঙ্গোপসাগরের ৪.৭৩% এলাকা MPA/MR হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়কের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত	ক) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। খ) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/যুগ্মসচিব (সকল)/ যুগ্মপ্রধান/ সকল সংস্থা প্রধান

		মোতাবেক মাঠ পর্যায়ে অবহিতকরণের জন্য স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন কর্মশালা আয়োজনের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গত ১৮/১১/১৯ তারিখে রাজশাহী বিভাগে অবহিতকরণ ও কনসালটেশন কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। Data Traker –এ তথ্য আপলোডের নিমিত্ত দপ্তর/সংস্থা থেকে সংগ্রহপূর্বক হালনাগাদ করতে হবে। লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে অন্যান্য কো-লিড ও এসোসিয়েট মন্ত্রণালয়ের সাথে অগ্রগতি বিষয়ে দ্রুত সভা করার নির্দেশনা রয়েছে। তাছাড়া উপস্থিত সংস্থা প্রধান/প্রতিনিধি তাঁদের স্ব স্ব টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর বিষয়ে গৃহিত উদ্যোগ সভায় অবহিত করেন।	বিষয়ে ২০২১ সালের টার্গেট নিয়ে সকলকে কাজ করতে হবে। তাছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে অর্জনযোগ্য বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	
২.	সকল সরকারি ক্রয়ের দরপত্র ই-টেন্ডারিং ২০১৬ সালের মধ্যে করা যায় তা নিশ্চিত করতে হবে।	সকল সরকারি ক্রয়ের দরপত্র ই-টেন্ডারিং বিষয়ে উপস্থিত সকল সদস্য জানান যে, বর্তমানে ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম করা হচ্ছে।	বাস্তবায়িত	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান/ সকল সংস্থা প্রধান
৩.	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে।	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করা হচ্ছে মর্মে সভায় আলোচনা করা হয়।	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চম-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (সকল)/যুগ্মসচিব (সকল)/ যুগ্মপ্রধান/সকল সংস্থা প্রধান
৪.	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তরঃ হাওড় খননের বিষয়টি বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত। "হাওড় অঞ্চলে মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের পর ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিএফআরআইঃ 'বিল ও হাওড় গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প অনুমোদন হলে হাওড়ে Species Spreading গবেষণাসহ অন্যান্য গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	ক) হাওর খননের বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। খ) হাওর খননের বিষয়ে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতেহবে। গ) বিএফআরআই হাওরে Species Spreading নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করবে।	চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ যুগ্মসচিব(মৎস্য)/ যুগ্মসচিব(ব্লু-ইকোনমি) মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএফআরআই
৫.	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রফতানি করা যেতে পারে	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, (ক) মৎস্য সম্পদের গুণগতমান নিশ্চিত করে মাছ রপ্তানি করা হচ্ছে। অক্টোবর, ২০১৯ মাসে মধ্যপ্রাচ্যে মোট ৪০৭.১৪৬ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে সৌদি আরবে ১৫৭.১০৯ মে.টন আহরিত মাছ রপ্তানি হয়েছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই,২০১৯ হতে অক্টোবর, ২০১৯ মাস পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যে মোট ১৪৫৫.৪৩ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। এর মধ্যে সৌদি আরবে ৫৮৪.০৪ মে.টন মাছ রপ্তানি হয়েছে। (খ) বিষয়টি ফলো আপ করা হচ্ছে। (গ) নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হচ্ছে। মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভাকে অবহিত করেন যে, গ) বাংলাদেশে গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ মুক্ত	(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) মৎস্যসম্পদ রপ্তানি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে। MOU সম্পাদনের বিষয়টি ফলোআপ করতে হবে। (গ) zoning কর্ম-পরিকল্পনা চূড়ান্ত হওয়ায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরবর্তী সভায় জানাতে হবে।	অতিঃ সচিব (প্রাস-২)/ যুগ্মসচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

		এলাকা কিংবা জোন সৃষ্টির লক্ষ্যে পাবনা জেলার ০৩ টি উপজেলায় টিকা প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে। অক্টোবর/১৯ ইং মাস পর্যন্ত ২৭ হাজার ৪ শত ৮৬ টি গবাদিপশুকে ক্ষুরারোগের টিকা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলা, চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর ও দামুরহুদা উপজেলা, মেহেরপুর জেলার সদর উপজেলা এবং বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলায় ছাগল ও ভেড়ার পিপিআর রোগমুক্তকরণের লক্ষ্যে টিকা প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া দেশব্যাপী (৪৯০ উপজেলা ও ১০ মেট্রো থানা) পিপিআর ভ্যাক্সিন সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে পিপিআর রোগ নির্মূল করার জন্য এবং ০৪ জেলার (ভোলা, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও মানিকগঞ্জ) ৩২ উপজেলায় গবাদিপশুর ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ''পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ''-শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।	(ঘ) বিদেশ থেকে মাছ আমাদীর ক্ষেত্রে মনিটরিং করতে হবে। (ঙ) ৩১ অক্টোবর ২০১৯ তারিখের মধ্যে ভোলাকে FMD মুক্তকরণ ঘোষণা করতে হবে। (চ) ভোলাকে FMD মুক্তকরণ ঘোষণা করা, রপ্তানির বিষয়ে সমস্যা নিরসনের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অ্যাম্ব্যাস্যাডর-কে পত্র প্রেরণ করতে হবে। (ছ) বিএলআরআই ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞদের নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
৬.	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত ও চলমান। • অক্টোবর, ২০১৯ মাসে মোট ৪,৩৭৫.০৭ মে.টন হিমায়িত মাছ ও চিংড়ি রপ্তানি করে ৪৫.৮৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ১,৩৭৫.৭৮ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ৫.২৫ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। • চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই,২০১৯ হতে অক্টোবর, ২০১৯ মাস পর্যন্ত মোট ১৫,৬৪৩.৯৯ মে.টন হিমায়িত মাছ ও চিংড়ি রপ্তানি করে ১৫৫.০৪ মিলিয়ন ইউ এস ডলার এবং ৩,৪২০.৬৫ মে.টন বরফায়িত মাছ রপ্তানি করে ১০.৭৪ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। • অক্টোবর, ২০১৯ মাসে মোট ৭,০২৪.০৫ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৫৫.০৮ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। • চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরের জুলাই, ২০১৯ হতে অক্টোবর, ২০১৯ মাস পর্যন্ত মোট ২৪,৬৯১.৬৮ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ১৮২.৯৮ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। (গ) অক্টোবর, ২০১৯ মাসে মোট ২০৩ মে.টন ফিস স্কেল ও চিংড়ির খোসা এবং ২ মে.টন হাঙরের পাখনা রপ্তানি করা হয়েছে। চেয়ারম্যান, বিএফডিসি সভায় জানান যে, মৎস্য অধিদপ্তর এবং রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন স্থানীয় বাজারে সরবরাহসহ রপ্তানীযোগ্য মাছের কিয়দাংশ স্বাস্থ্যসম্মতভাবে অবতরণ ও বাজারজাতকরণের সুবিধাদি প্রদান করে থাকে। এমতাবস্থায়, বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মৎস্য অধিদপ্তর, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহ	(ক) রপ্তানিযোগ্য মৎস্য সম্পদ এবং মাংসের গুনগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করতে হবে। (খ) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে। (গ) মাছের বর্জ্য/ উপজাত দ্রব্য জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার এবং এ সকল দ্রব্যের রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিতে হবে। (ঘ) বিদেশে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী সমন্বয়ে গড়ে উঠা মার্কেটে মৎস্য, মাংস ও এদের ভ্যালু অ্যাডেড পণ্য রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিঃ সচিব(প্রাস-২), যুগ্মসচিব (মৎস্য), যুগ্মসচিব, ব্লু-ইকোনমি, যুগ্মসচিব, (প্রাস-১), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর